দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ... SEP 18 1998.
পৃষ্ঠা 7 কলাম 9 .....

123

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা

সনাতন মাস্টার্স পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে হাজার হাজার টাকা আদায় করা হচ্ছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত সকল কলেজের সনাতন পদ্ধতির ১৯৯৫ সনের মাস্টার্স পরীক্ষার্থীদের নিকট থেকে স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে জোরপূর্বক হাজার হাজার টাকা আদায় করে চরম অবিচার শুরু করেছে। কর্তৃপক্ষের এ খামখেয়ালীর কারণে ঐ সকল কলেজের সনাতন পদ্ধতির শত শত ছাত্র-ছাত্রীর মাস্টার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ১৯৯২, '৯৩ ও '৯৪ সনে যারা মাস্টার্স পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছে বা '৯৪ সনে পরীক্ষা দিতে পারেনি তারা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে এ বছর অনুষ্ঠিতব্য '৯৫ সনের মাস্টার্স পরীক্ষায় অনিয়মিত হিসেবে অংশ নিতে পারবে। যা একজন সাধারণ ছাত্রের পক্ষে প্রদান করা দুরূহ এবং প্রায় অসম্ভব। গত ২৭ জুলাই ডীনস কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অথচ যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ইতিপূর্বে অসদপায় অবলম্বন ও অন্যান্য অপরাধের দায়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছে কর্তৃপক্ষ তাদেরকে আরো কম টাকা জরিমানা নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি দিয়েছে যা রীতিমত বিস্ময়কর ও ন্যায়বিচার বর্জিত।

ডীনস কমিটির সিদ্ধান্তে বলা হয়, যে সব ছাত্র-ছাত্রী ইতিপূর্বে '৯২ সাল থেকে প্রথমে নিয়মিত হিসেবে এবং পরবর্তীতে অনিয়মিত হিসেবে পুনঃ পুনঃ পরীক্ষা দিয়েও অকৃতকার্য হওয়ার পর ১৯৯৪ সনের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়েছে বা কোন কারণবশত পরীক্ষা দিতে পারেনি তাদের সবাইকে বিশেষ বিবেচনায় পরীক্ষায় ফি অন্যান্য নির্ধারিত ছাড়াও অতিরিক্ত পাঁচ হাজার টাকা প্রদান করে ১৯৯৫ সনের শেষ পর্ব মাস্টার্স পরীক্ষায় অনিয়মিত হিসেবে শেষবারের মত অংশগ্রহণের অনুমতি নিতে হবে। অর্থাৎ যারা ১৯৯৪ সনে অনিয়মিত হিসেবে পরীক্ষা দিয়ে অকৃতকার্য হয়েছে বা কোন কারণবশত দিতে পারেনি তাদের

২-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

ঢাঃ বিঃ কর্তৃপক্ষের স্বেচ্ছাচারিতা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

উপরই করের মত এই বোঝা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে অনেকেই ১৯৯৩ সনের ফল প্রকাশিত হওয়ার কিছু দিনের মধ্যে ১৯৯৪ সনের পরীক্ষা শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে ঐ বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি।

এর পাশাপাশি যেসব ছাত্র ১৯৯৩ সনে অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার হয়ে শাস্তিস্বরূপ ১৯৯৪ সনে পরীক্ষা দিতে পারেনি, ১৯৯৫ সনের মাস্টার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে তার জরিমানাস্বরূপ কোন অতিরিক্ত টাকা প্রদান করতে হচ্ছে না। এছাড়াও যারা ইতিপূর্বে মাস্টার্স পরীক্ষা বাতিল ও দুই বছরের জন্য বহিষ্কার হয়েছে এবং পরীক্ষা বাতিল ও তিন বছরের জন্য বহিষ্কার হয়েছে তাদেরকে যথাক্রমে দুই হাজার ও তিন হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে ১৯৯৫ সনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

কিন্তু কর্তৃপক্ষের এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের কারণে শত শত ছাত্র-ছাত্রীর মাস্টার্স পরীক্ষা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ অতিরিক্ত পাঁচ হাজার টাকা প্রদানে বাধ্য করা নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার শামিল। হাতেগোনা কয়েকজন ছাত্র-ছাত্রী ছাড়া অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে এই অতিরিক্ত টাকা দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা প্রায় অসম্ভব।

এ ব্যাপারে একজন ছাত্র জানায়, সে ১৯৯৩ সনে মাস্টার্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয় এবং পিতার মৃত্যুজনিত আর্থিক কারণে ও ১৯৯৩ সনের ফল প্রকাশিত হওয়ার কিছু দিনের মধ্যে ১৯৯৪ সনের পরীক্ষা শুরু হয়ে যাওয়ার কারণে ১৯৯৪ সনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেনি। বর্তমানে তার পক্ষে এতো টাকা জরিমানা দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করাও সম্ভব নয়।

অতিরিক্তি এই জরিমানা ধার্য করার ব্যাপারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষদের ডীন জানান, জরিমানাস্বরূপ পাঁচ হাজার টাকা অতিরিক্ত নেয়া হচ্ছে। কিন্তু শুধুমাত্র জরিমানা আদায়ের জন্য এই বিরাট পরিমাণ অর্থ ধার্য করা এই সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ত্রাহিদশায় নিপতিত করা ছাড়া কিছুই নয়। কর্তৃপক্ষ যদি এ ব্যাপারে দ্রুত কোন পদক্ষেপ না নেয় তাহলে হয়তো অনেক ছাত্রের শিক্ষা জীবন ধ্বংসের মুখোমুখি হবে।